EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
PUBLIC AFFAIRS SECTION
TEL: 880-2-883-7150-4
FAX: 880-2-9881677, 9885688
E-MAIL: DhakaPA@state.gov
WEBSITE: http://dhaka.usembassy.gov

আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস ২০০৯ উপলক্ষে রাষ্ট্রদূত জেমস এফ. মরিয়ার্টির বক্তব্য

রাজশাহী, বাংলাদেশ
৯ই ডিসেম্বর, ২০০৯

দুর্নীতি দমন কমিশনের সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব গোলাম রহমান; রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনার জনাব হাফিজুর রহমান ভূঁইয়া; আমার সহকর্মী ও ইউএসএআইডি বাংলাদেশের মিশন পরিচালক মিজ ডেনিস রলিন্স; "শাসন, জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা ও শুদ্ধতা প্রসার" (প্রগতি) প্রকল্পের চিফ অব পার্টি ড. ডেভিড পটেবম; সম্মানিত অতিথিবৃন্দ; ভদ্র মহিলা ও ভদ্র মহোদয়গণ:

আস্‌সালামু আলাইকুম, নমস্কার এবং শুভ সকাল।

আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস উদযাপন করতে আজ এখানে আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ। দুর্নীতি বিরোধী ইউএন কনভেনশন বা ইউএনসিএসি গৃহীত হওয়ার পর ২০০৩ সালে জাতিসংঘ ৯ই ডিসেম্বরকে "আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস" হিসেবে ঘোষণা করে। সরকার, অর্থনীতি ও সমাজের জন্য দুর্নীতি যে ক্ষতির কারণ ঘটায় সে সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য আজ বিশ্বব্যাপী সরকার, নাগরিক ও গণমাধ্যমসমূহ একযোগে এগিয়ে আসছে।

এটি কোন গোপন বিষয় নয় যে অনেক দেশের মত বাংলাদেশেও স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাবে প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। ২০০৭-এর ফেব্রুয়ারিতে দুর্নীতি বিরোধী ইউএন কনভেনশনে বাংলাদেশ স্বাক্ষর করে, যা দুর্নীতি নির্মূলে এই জাতির অঙ্গীকারের অনেক বড় অগ্রসরতার প্রমাণ। নাগরিক হিসেবে বাংলাদেশে সচ্ছতা ও জবাবদিহিতার প্রতি আপনাদের যে সমর্থন রয়েছে, আজ এখানে আপনাদের উপস্থিতি সেই অঙ্গীকারেরই বহিঃপ্রকাশ। আর এজন্যই আমি আপনাদের প্রশংসা করছি।

শাসন ব্যবস্থার উন্নয়নে এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ শক্তিশালী করতে বাংলাদেশ অগ্রগতি সাধন করেছে। উল্লেখ্য, শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশি যোগ্য ভোটার গত ডিসেম্বরের সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। এই নির্বাচন কোন গণতান্ত্রিক দেশের জন্য একটি বিশেষ কৃতিত্বের বিষয়। ভোটাররা নবম জাতীয় সংসদের জন্য আটটি রাজনৈতিক দল থেকে প্রার্থীদেরকে নির্বাচিত করে। বাংলাদেশের স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন তার তদন্ত সক্ষমতা বজায় রেখেছে। বাংলাদেশের এখন রয়েছে একটি তথ্য কমিশন, মানবাধিকার কমিশন এবং অবশ্যই অত্যন্ত সফল একটি নির্বাচন কমিশন যা আমরা সবাই প্রত্যক্ষ করেছি।

এসব প্রচেষ্টার ফলে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল-এর বার্ষিক দুর্নীতি ধারণা সূচকে বাংলাদেশের কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে। বাংলাদেশ নয়টি দেশের অন্যতম যারা ২০০৯ সালে তাদের অবস্থান খুবই ভালো করেছে। কিন্তু একই সময়ে বিষয়টি এখনও দুঃখজনক যে, বাংলাদেশ ১৮০টি দেশের মধ্যে ১৩৯তম দেশ হিসেবে প্রায় নিচের দিকে রয়েছে। এই সর্বশেষ প্রতিবেদন এটিই বোঝায় যে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিজয় অর্জনের ঘোষণার পূর্বে বাংলাদেশকে এখনও অনেক দূর যেতে হবে।

দুর্নীতি কোন একক দেশ বা প্রতিষ্ঠানের জন্য ভিন্ন কিছু নয়। দুর্নীতি গনতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে দুর্বল করে ফেলে এবং ফলশ্রুতিতে সমাজের সবচেয়ে দুর্বল ও স্পর্শকাতর সদস্যদেরকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য অপরিহার্য হচ্ছে সমাজের সকল পর্যায়ে সচেতনতা ও অব্যাহত পর্যবেক্ষণ।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সব সরকারেরই তার নাগরিকদের প্রতি একটি দায়িত্ব রয়েছে। দুর্নীতি প্রতিরোধে বাংলাদেশের প্রচেষ্টা ও তা নির্মূলে সরকারের অঙ্গীকারের প্রতি আমরা পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করি। তথ্য অধিকার আইন - ২০০৯ এবং অর্থ-পাচার প্রতিরোধ আইনসহ গুরুত্বপূর্ণ আইনসমূহ পাশ করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ সরকারের প্রশংসা করে।

তবে শুধুমাত্র সরকারের একক প্রচেষ্টা যথেষ্ট নয়। দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সরকার, সুশীল সমাজ, ব্যবসায়ী, গণমাধ্যম এবং অবহিত জনগণ তথা সমাজের সকল পর্যায়ের অঙ্গীকার ও সমর্থন অপরিহার্য।

বাংলাদেশের গণমাধ্যম দুর্নীতিসহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ নিয়ে অব্যাহতভাবে সচেতনতা সৃষ্টি ও জনমত তৈরি করে যাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, গণমাধ্যম সংস্থাগুলো পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালার সাম্প্রতিক সংশোধনী বিষয়ে বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রকাশ করে। দরপত্র ও ক্রয় প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করাটা গুরুত্বপূর্ণ। সরকার ইতিমধ্যে যেসব ইতিবাচক পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করেছে, বোধগম্য স্বচ্ছতার অভাব সেগুলোকে ম্লান করে দেয়। এছাড়া, আন্তর্জাতিক মান মেনে চলতে না পারলে দাতা দেশ ও সংস্থাগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহে তাদের সহায়তা সংকুচিত করতে পারে।

একথা কেউই অস্বীকার করতে পারবে না যে, দুর্নীতির একটি বিস্তৃতি-ধর্মী প্রভাব রয়েছে যা বিশেষত দুর্বলতম ও সবচেয়ে স্পর্শকাতর গোষ্ঠীসহ সকল নাগরিককে নেতিবাচকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। দুর্নীতি ব্যবসায় ও বৈদেশিক বিনিয়োগকে নিরুৎসাহিত করে যার ফলে দেশ বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পুঁজি বিনিয়োগ থেকে বঞ্চিত হয়। এই বিনিয়োগ নিছক কোন পরিসংখ্যান নয় -- পুঁজি বিনিয়োগ বাংলাদেশের মানুষের জন্য কর্মসংস্থান ও আয়ের সুযোগও সৃষ্টি করে।

অনেক বিশেষজ্ঞ ধারণা করেন যে, দুর্নীতির কারণে বাংলাদেশে প্রতিবছর জিডিপির শতকরা প্রায় দুই ভাগ হ্রাস পায় যা দেড়শ' কোটি ডলারের সমান। দুর্নীতির প্রত্যক্ষ কারণে দেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ বেকার, অশিক্ষিত ও দারিদ্র্যের মধ্যে থেকে যায়।

যুক্তরাষ্ট্র সরকার দুর্নীতি প্রতিরোধে অঙ্গীকারাবদ্ধ। প্রেসিডেন্ট ওবামা তার দায়িত্ব গ্রহণের শুরু থেকেই দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইকে একটি অগ্রাধিকার বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছেন। উদ্বোধনী বক্তৃতায় প্রেসিডেন্ট ওবামা বলেন, যারা "দুর্নীতি ও প্রতারণার মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় আঁকড়ে আছে ... তারা ইতিহাসের ভ্রান্ত অংশে অবস্থান করছে।"

আমরা বাংলাদেশকে দুর্নীতি প্রতিরোধে সাহায্য করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। এই অঙ্গীকারের একটি প্রধান দৃষ্টান্ত হচ্ছে "শাসন, জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা ও শুদ্ধতা প্রসার" তথা প্রগতি প্রকল্প -- যেখানে যুক্তরাষ্ট্র সরকার যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা বা ইউএসএআইডি'র মাধ্যমে অর্থায়ন করছে।

প্রগতি প্রকল্পের দুটি প্রধান লক্ষ্য রয়েছে। প্রথমত, সরকারি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার উন্নয়নে প্রগতি প্রকল্প সহায়তা করছে। সরকারি সংস্থাসমূহ পর্যবেক্ষনের জন্য যেসব প্রতিষ্ঠান রয়েছে সেগুলোকে শক্তিশালী করার মধ্য দিয়ে প্রগতি এই সহায়তা দিয়ে থাকে। এই প্রকল্প বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, এর পর্যবেক্ষন কমিটিসমূহ এবং কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেল-এর কার্যালয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে থাকে। এসব প্রচেষ্টা সুশীল সমাজ ও গণমাধ্যমের মত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহকেও সরব হতে উৎসাহিত করে থাকে।

এ লক্ষ্যে, প্রগতি প্রকল্প খুব শীঘ্রই সংসদ সচিবালয়ের মধ্যে "বাজেট বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষন ইউনিট" চালু করবে। জাতীয় বাজেট ও সরকারি ব্যয়সমূহ আরো ভালোভাবে পর্যবেক্ষনে সহায়তা করতে এই ইউনিট সংসদ সদস্যদেরকে অর্থনৈতিক বিশ্লেষন প্রদান করবে। সরকারি ব্যয়ের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশের প্রাথমিক নীরিক্ষা (অডিট) প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতাকে শক্তিশালী করতে প্রগতি প্রকল্প কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে।

প্রগতির দ্বিতীয় লক্ষ্য হচ্ছে সুশীল সমাজ ও গণমাধ্যমের পর্যবেক্ষণ সক্ষমতাকে বৃদ্ধি করা। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনস্টিটিউট অব গভর্ন্যান্স স্টাডিজ-এর অংশীদারিত্বে যুক্তরাষ্ট্র সরকার একটি অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা কেন্দ্র তথা "সাংবাদিকতা প্রশিক্ষন ও গবেষণা উদ্যোগ" বা "যাত্রি" প্রতিষ্ঠা করেছে। যাত্রি বর্তমানে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে এবং অন্যান্য দুর্নীতি বিরোধী উদ্যোগসমূহে পরিপূরক হিসেবে গবেষণা পরিচালনা করছে।

রাজশাহী ও ঢাকাসহ বাংলাদেশ জুড়ে দুর্নীতি নির্মূলে কাজ করতে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে অব্যাহতভাবে সহায়তা দিয়ে যাবে।

পরিশেষে, আজকের প্রধান অতিথি দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব গোলাম রহমান আজ এখানে আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য এবং ইউএসএআইডি ও প্রগতিকে চমৎকার সহায়তা প্রদানের জন্য দুর্নীতি দমন কমিশনকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস ২০০৯ উদযাপনের উদ্দেশ্যে এই অনুষ্ঠান পরিকল্পনার জন্য আমি আয়োজকদের ধন্যবাদ জানাই। আর সবার অংশগ্রহণ ও সহযোগিতার জন্য আপনাদের সবাইকে আমার ধন্যবাদ।

==========

বক্তৃতার জন্য প্রস্তুতকৃত

জিআর/২০০৯